কৃষিজমি, বনভূমি, জলাশয় হ্রাস– দেশের সর্বনাশ
আলোচনাসভা
আবাদী জমি রক্ষায় ভবিষ্যৎ করণীয়
আয়োজনে–কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, মনোহরদী, নরসিংদী পৌরসভা মিলনায়তন।

1. ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার নরসিংদী পৌরসভায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোহরদী পৌরসভার মেয়র মো. আলফাজউদ্দিন, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাইন্ডেশনের কোর - ঃবধস মেম্বার জনাব একরাম হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ।

2. অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, আইনজীবী, বিআরডিবি কর্মকর্তা, সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

3. সভার শুরুতে সহকারী অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম খান কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভায় আগত সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

4. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের কোর-ঞবধস মেম্বার একরাম হোসেন। এরই ফাঁকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আগত সবার নাম-পেশাসহ পরিচিতি পর্ব সারা হয়ে যায়। প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তিনি অতীতের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলার সুন্দর রূপের কথা তুলে ধরেন। যেটি আজ পরিণত হয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে, আর ঢাকা পরিণত হয়েছে দুর্বিসহ একটি শহরে।

5. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে এখানে আসার উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, ৪৭ সালের দিকে এই অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ কোটিতে। সরকারি মৃত্তিকা গবেষনা ইন্সটিটিউটের গবেষণায় প্রতিবছর ১% করে আমাদের আবাদী জমি হারিয়ে যাচ্ছে। আশির দশকে যে ট্রেন্ডটি শুরু হয়েছিল তা আরো বাড়ছে। এইভাবে কয়েক দশক চলতে থাকলে আমাদের দেশে কৃষি জমিই থাকবে না। ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৮ কোটিতে এতসংখ্যক মানুষের আবাসন, কর্মসংস্থান তখন কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সভাপতি, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সেলিম রশিদের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ প্রবৃদ্ধির সাথেও জড়িত। সঠিকভাবে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বাস্তবায়িত হলে প্রবৃদ্ধির ১০% হার অর্জন করা সম্ভব।

আলোচনাসভা সভায় যেসবগু রুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মতামত, পরামর্শ উঠে আসে সেগু লো নিম্নরূপঃ

1. আমাদের এলাকায় অনেক জায়গা ছিল যেখানে ফসল হতো, আজ সেখানে ঘরবাড়ি। সে হিসাবে সাধুবাদ জানাই, এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

2. ঢাকায় হাইরাইজ বিল্ডিং হচ্ছে, এমনিভাবে যদি করা যায় তাহলে জমি রক্ষা পাবে।

3. আপনাদের পেপার অনেক ব্যাপক—আপনাদের থিওরির ভিত্তি আমি পাই নাই। আপনাদের অ্যানালাইসিসের ভিত্তিটা বুঝতে পারি নাই। ফ্যাক্টর উল্লেখ নাই।

4. কমপ্যাক্ট টাউনশিপে অক্সিজেনের সাফিসিয়েন্সি কতটুকু থাকবে? সেইগুলো উল্লেখ নাই। একটি দেশের যেমন ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন ১৬% এর নিচে তো একদম থাকা যাবে না।এসেনশিয়াল নিড, এইসব বিষয়ে আলোচনা দেখতে পাই নাই। আপনাদের রিসার্চ করার সুযোগ কতটুকু আছে?

5. পরিবেশ— ভাইরাস, জীবাণু, সিএফসি গ্যাস যেমন পরিবেশের জন্য অন্তরায়; সবগু লো দেখা যায় না কিন্তু পরিবেশের জন্য বড় হুমকি ঐ জাতীয় সমস্যাও তো এগু লোর সাথে জড়িত।

6. মানুষ তার প্রয়োজনীয়তা থেকে সবকিছু আবিষ্কার করে, একটা বীজ ফেটে বড় গাছ হয়—সুন্দর ফুল হয়।

7. ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম আসছে তাদের কী হবে? জ্যামিতিক হারে বাড়ছে জনসংখ্যা।গবেষণা বা চিন্তা করার সুযোগ আমরা পাই নাই, একটা নতুন ধারণা পেলাম।

8. আমাদের পথ সহজ হবে না। সমস্যা যেখানে সেখান থেকেই সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে।

9. ধানমণ্ডিতে একটা অফিস করে, শুধু মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে, উপজেলায় গিয়ে কাজ হবে না। যেই কাজ সরকার করতে ফেইল্যুর হচ্ছে, সেটা আপনারা কিভাবে করবেন?

10. শুধু সেমিনার , সিম্পোজিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জুম্মার দিন না হলে আরো দীর্ঘ আলোচনা করতে পারতাম।

11. হাওড় অঞ্চলের মানুষ কিন্তু জায়গার অভাবে কমপ্যাক্ট হিসাবেই বসবাস করছে, ছোট জায়গায় অনেকগুলো পরিবার মিলে বসবাস করছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ সেখান থেকে শুরু করতে পারলে ভালো হয়।

12. আবাদী জমি যে রক্ষা করব, শুরু করতে হবে গ্রামের মানুষদেরকে নিয়ে। শতভাগ ফলপ্রসু হবে বলে মনে করি না তবে বিশ্বাস সম্প্রসারিত হবে, বিস্তৃত হবে।

13. পরিবেশ,সুযোগ-সুবিধা, সুস্থ-সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা পাব বলে মনে করি।

14. অর্থায়ন কোত্থেকে হবে?

15. গবেষণায় যারা জড়িত, তারা কী নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন না-কি এনজিও'র সহায়তার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য? এতে এনজিও'র সহায়তা আছে কি-না?

16. নগর সভ্যতার যে বিকলাঙ্গতা, পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকছে, কিভাবে থাকছে তার কোনো খবরাখবর নেই। এইখানে আমরা একে অপরের বিপদে-আপদে ঝাপিয়ে পড়ি। এইসব মানবিক ধারণাগুলি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

17. কৃষি জমিগুলো কার জন্য বাঁচাবেন? কৃষকের জন্য? কৃষক-জেলে চায় তাদের সন্তান আর কৃষক- জেলে না হয়ে, অন্য কাজ করে, চাকরি করে বেশি টাকা পাক।

18. মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য কোথা থেকে আসবে? কৃষিও কিন্তু শিল্প। কৃষি আমাদের প্রাণ। অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে কৃষিকে ।

19. আলোচনার বিষয় অত্যন্ত সময়োপযোগী, অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এইটা বোঝার জন্য উচ্চ শিক্ষিত বা ভালো গবেষক হওয়ার দরকার পড়ে না।

20. অর্থনীতির বেশিরভাগ আসে কৃষি থেকে যদিও তা ক্ষয়িষ্ণু। শিল্প হচ্ছে কিন্তু শিল্প বিপ্লব তো ঘটে নাই।কাগজগুলো যদি এক-দু'দিন আগে পেতাম পড়ে ভালোভাবে আলোচনা করা যেত। আমরা আজ জানতে পারলাম, বাস্তবায়ন সুদূর প্রসারী।

21. রাষ্ট্র আপনাদের সাথে আছে কি-না? রাষ্ট্র যদি রাজি না থাকে তবে কতটুক সফল করা সম্ভব? পার্টিসিপেট করবে জণগণ, সচেতন করবে সরকার।

শেষে আলোচনা সভার সভাপতি, মনোহরদী পৌরসভার মেয়র জনাব আলফাজ উদ্দিনের আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে।